

# আল্লাহর দিকে আহবান

এ. কে. এম. নাজির আহমদ



# আল্লাহর দিকে আহসান

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

আহসান পাবলিকেশন  
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস  
ঢাকা

আল্লাহর দিকে আহ্বান  
এ কে এম নাজির আহসন

ISBN : 978-984-8808-18-4

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া  
আহসান পাবলিকেশন  
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস  
ঢাকা-১০০০

এছাকার কঙ্ক সর্ববৃত্ত সংরক্ষিত

একাদশ মূদ্রণ  
মার্চ ২০১৩  
চৈত্র ১৪১৯  
জমা. আউয়াল ১৪৩৪

কম্পোজ  
আহসান কম্পিউটার, ঢাকা

মূদ্রণ  
ঘীম প্রেস  
বাবুগুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

নির্ধারিত মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

---

Allahr dikey ahban Written by AKM Nazir Ahmad and  
Published by Muhammad Golam Kibria Ahsan Publication,  
Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000, Eleventh Edition  
March, 2013 Price Taka Net. 20.00 only.

AP-07/2011

## সূচীপত্র

- গোড়ার কথা ॥ ৫  
শানুষের কর্তব্য ॥ ১২  
মুমিনের কর্তব্য ॥ ১৬  
আল্লাহর দিকে আহ্�বান ও নবীগণ ॥ ১৭  
নতুন আইয়ামে জাহিলিয়াত ॥ ২৭  
মুসলিম উদ্যাহর কর্তব্য ॥ ৩০  
আহ্বান জ্ঞাপনের প্রক্রিয়াগতি গ্রহণ ॥ ৩২  
আহ্বানকারীর বৈশিষ্ট্য ॥ ৩৪  
আহ্বান জ্ঞাপনের ক্রমধারা ॥ ৩৬  
ইসলাম-বিরোধী প্রভাবশালী গোষ্ঠী ॥ ৩৮  
প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান ॥ ৪৩  
নিরক্ষরদের প্রতি আহ্বান ॥ ৪৫  
আহ্বানকারীর ভাষণ ॥ ৪৭

আল্লাহ্ রাকুন আলামীন ইচ্ছা করলেন তিনি এক নতুন জীব সৃষ্টি করবেন যে হবে পৃথিবীতে তাঁর খালীফাহ্ বা প্রতিনিধি। আদমের (আ) সৃষ্টি আল্লাহর সেই ইচ্ছারই বাস্তবায়ন।

খালীফাহ্ তাঁকেই বলা হয় মালিকের অধীনতা স্থীকার করে যিনি মালিকের দেয়া ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করেন। খালীফাহ্ কখনো মালিক হতে পারেন না। মালিকের ইচ্ছান্বয়ারী ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করাই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য।

খালীফাহ্ কল্পে নতুন এক সৃষ্টিকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে, আল্লাহ্ এই সিদ্ধান্ত জানার পর ফিরিশতাদের ঘনে বটকা সৃষ্টি হয়। তারা বলে “আপনি কি এমন জীব সৃষ্টি করবেন যে তাতে বিপর্যয় ঘটাবে এবং রক্ষণাত্মক করবে?”

ফিরিশতাগণ এটা বুঝেছিলো যে এই নতুন জীবকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়া হবে। তবে এটা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেখানে বিশ্বজাহানের শৃঙ্খলা বিধান করছেন সেখানে তাঁর সৃষ্টি কোন জীব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার শৃঙ্খলা বিস্থিত না হয়ে পারে কিভাবে।

ফিরিশতাগণ আরো বলে, “আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনার কাজ করছি।”

আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে কোন ইখতিয়ার দেননি। আল্লাহ্ কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাদের নেই। তাদেরকে বিশ্বজাহানের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা তাদের উপর অর্পিত কাজ সঠিকভাবে করে চলছে। তাদের কাজের কোন ত্রুটিতে

অসম্ভব হয়েই আল্লাহু নতুন সৃষ্টি করছেন কিনা, এটা ছিলো  
তাদের মনের দ্বিতীয় ঘটকা।

এই ঘটকা দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহু বলেন, “নিচয়ই আমি  
যা জানি তোমরা তা জান না।” এ কথার মাধ্যমে আল্লাহু  
ফিরিশতাদেরকে এটা বুঝালেন যে আদমের (আ) সৃষ্টির  
প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। যেই উদ্দেশ্যে  
ফিরিশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে নয়, বরং  
ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আদমকে (আ) সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

কোন সৃষ্টি জীবকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিলে সে যেখানে নিযুক্ত  
হবে সেখানে শৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয়ে পারে কি করে- এই  
ঘটকা দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহু একটি মহড়ার আয়োজন  
করেন। বিশ্বজাহানের বিভিন্ন বস্তুর নাম বলার জন্য আল্লাহু  
ফিরিশতাদের প্রতি আহ্�বান জানান। ফিরিশতাগণ অকপটে  
শীকার করে যে তাদেরকে যেই জিনিসের যতটুকু জ্ঞান দেয়া  
হয়েছে তার বাইরে তাদের কিছুই জ্ঞান নেই। অতঃপর  
আল্লাহু আদমকে (আ) বললেন, “তুমি এদেরকে এসব বস্তুর  
নাম বলে দাও”।

আদম (আ) সকল বস্তুর নাম বলে দিলেন। এই মহড়ার  
মাধ্যমে আল্লাহু রাবুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিলেন  
যে তিনি যাকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিচ্ছেন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে  
ব্যাপক জ্ঞানও দেয়া হচ্ছে। তাঁকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়াতে  
যে বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে তা প্রকৃত ব্যাপারের একটি  
দিক মাত্র। তাতে কল্যাণেরও একটি সম্ভাবনাময় দিক রয়েছে।  
এবার আল্লাহু ফিরিশতাদেরকে আদমের নিকট অবনত হতে  
নির্দেশ দেন।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْكَةِ اسْجُدْنَوْا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمُ  
(القراءة ٣٤)

‘যখন আমি ফিরিশতাদের আদেশ করলাম : আদমের নিকট  
অবনত হও ইবলীস ছাড়া সকলেই অবনত হলো।’ -আলু  
বাকারাহ : ৩৪

বিশ্বজাহানের বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব  
পালন করছে ফিরিশতাগণ। খালীফাহ হিসেবে ক্ষমতা-  
ইথিতিয়ার প্রয়োগ করতে গেলে আদম (আ) ও তাঁর  
সন্তানদেরকে প্রাণী ও বস্তু জগতের অনেক কিছু ব্যবহার  
করতে হবে। এক্ষেত্রে ফিরিশতাগণ তাদের স্বাভাবিক কর্তব্য  
পালনের তাকিদে আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদেরকে বাধা  
দিলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহর নিজের পক্ষ  
থেকেই ফিরিশতাদেরকে এভাবে আদমের (আ) অনুগত করে  
দেয়া ছিলো বিচক্ষণতারই দাবী।

এবাব আসে ইবলীসের অবনত হওয়ার কথা। ইবলীস  
জিন জাতির অন্তর্ভূক্ত। নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর ইবাদাত  
করে সে ফিরিশতাদের অনুরূপ ঘর্যাদা লাভ করে। তাই  
ফিরিশতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আদমের (আ) নিকট অবনত  
হওয়ার নির্দেশ তার জন্যও প্রযোজ্য ছিলো।

আল্লাহর নির্দেশ শুনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিশতাগণ আদমের  
(আ) নিকট অবনত হয়। কিন্তু ইবলীস মাথা উঁচিয়ে থাকে।

জিন হয়েও ইবাদাতের বদৌলতে ইবলীস ফিরিশতার অনুরূপ  
ঘর্যাদা লাভ করে। কিন্তু তার মনে গোপনে একটি ব্যাধি বাসা  
বাধে। সে ব্যাধির নাম অহংকার। এই অহংকারের কারণেই

আল্লাহর দিকে আহ্লান ৭

সে খালীফাহ হিসেবে আদমের (আ) নিয়ন্ত্রিতে সন্তুষ্ট হতে  
পারেনি। তাই সে আদমের (আ) অনুগতও হতে রাজী হয়নি।  
فَالْمَاتِعُكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتْكَ وَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ حَلَقْتِي  
منْ كَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.

(الاعراف : ۱۲)

আল্লাহু বললেন, “আমি যখন নির্দেশ দিলাম তখন অবনত  
হওয়া থেকে কিসে তোমাকে বিরত রাখলো?”

সে বললো, “আমি তার চেয়ে উভয়। আপনি আমাকে আগুন  
থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি  
থেকে।” -আল আরাফ : ۱۲

আল্লাহুর নির্দেশ মানতে না পারার পেছনে ইবলীসের  
অহংকারই যে একমাত্র কারণ ছিলো তা এখানে ব্যক্ত হয়েছে।  
ইবলীস এই যুক্তি দেখায় যে শ্রেষ্ঠতর উপাদানের তৈরী  
হওয়ার কারণে সে নিকৃষ্টতর উপাদানে তৈরী আদমের নিকট  
মাথা নত করতে পারে না।

অহংকারের কারণেই ইবলীস এই বাঁকা যুক্তি বেছে নেয়।  
সরল ঘনে স্তুতির নির্দেশ পালনই যে তার জন্য শোভনীয় এই  
সহজ কথা সে ভুলে যায়।

স্তুতি তো মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রভাব বহিষ্প্রকাশই  
বিশ্বসৃষ্টি। তাঁর বিশ্ব পরিকল্পনায় তিনি কোন্‌ সৃষ্টিকে কোন্‌  
স্থান দেবেন, কোন্‌ সৃষ্টিকে কোন্‌ মর্যাদা দেবেন এটা তাঁর  
নিজের ব্যাপার।

সৃষ্টির কর্তব্য শুধু স্তুতির নির্দেশ পালন। স্তুতির কাছ থেকে  
নির্দেশ এসেছে এটা জানার পর সেই নির্দেশ পালনে  
সামান্যতম বিলম্ব না করাই সৃষ্টির পক্ষে শোভনীয়। প্রজ্ঞাময়  
আল্লাহুর কোন নির্দেশের তাৎপর্য কারো নিকট বোধগম্য না

হলেও তার অনুসরণের মধ্যেই যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা বিশ্বাস করে সেই মূত্তাবিক পদক্ষেপ নেয়াই সৃষ্টির কর্তব্য।

ইবলীস এই সোজা পথে এলো না। সে আল্লাহর নির্দেশের জটি, নাউজুবিল্লাহ, আবিকার করতে লেগে গেলো। শ্রেষ্ঠতর উপাদানে সৃষ্টি এই যুক্তিতে ভর করে সে যিনি তাকে সৃষ্টি করলেন তাঁরই নির্দেশ পালনে অশীকৃতি জানিয়ে বসলো।

ইবলীসের এই অবাক্ষিত আচরণে আল্লাহ রাগান্বিত হন। তিনি ইবলীসকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে সরে যাবার নির্দেশ দেন।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تُنْكِبَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنْكَ مِنْ  
الصَّغِيرَيْنَ. (الاعراف ١٣)

আল্লাহ বললেন, “এখান থেকে নীচে নেমে যাও। এখানে অবস্থান করে অহংকার দেখাবার কোন অধিকার তোমার নেই। বের হয়ে যাও। তুমি হীনদের মধ্যেই শামিল।” –আল আরাফ : ১৩

আল্লাহ রাকুন আলায়ীনকে এতো বেশী অসন্তুষ্ট হতে দেখেও ইবলীস সাবধান হলো না। সে অহংকারে এতোই মেতে উঠেছিল যে এই অবস্থাতেও সে আল্লাহর নিকট নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো না। আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করে অবাধ্যতার পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়াকেই সে শ্রেয় মনে করলো।

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَعْشُونَ - قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ.  
(الاعراف ١٥-١٤)

সে বললো, “আমাকে পুনরুদ্ধান দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিন।”

আল্লাহ বললেন, “তোমাকে সেই সুযোগ দেয়া হলো।”  
–আল আরাফ : ১৪-১৫

আল্লাহর দিকে আহ্বান ৯

ইবলীস পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ চেয়ে  
নিলো আদম সন্তানদেরকে আল্লাহর অবাধ্য বান্দায় পরিণত  
করার চেষ্টা চালানোর জন্য।

ইবলীস অহংকারের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উঠালো।  
অথচ তার গুমরাহীর জন্য সে আল্লাহকেই দায়ী করে বসলো।  
অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আল্লাহর অন্যায় নির্দেশই, নাউজুবিল্লাহ,  
তার বিদ্রোহের ক্ষেত্রে রচনা করেছে। সংশোধিত হবার  
সর্বশেষ সুযোগটিও সে পদদলিত করলো এবং আল্লাহর পথ  
থেকে আদম- সন্তানদেরকে বিপথে নিয়ে যাবার সর্বাত্মক  
চেষ্টা চালাবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলো।

فَالَّذِيْنَ اغْوَيْتَنِيْ لَأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَنِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ۗ ثُمَّ  
لَا يَنْتَهُمْ مَنْ يُنِيبُنَاهُمْ وَمَنْ خَلَقْهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ  
شَمَائِلِهِمْ ۖ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ (الاعراف ۱۶-۱۷)

সে বললো, “আপনি আমাকে গুমরাহ করেছেন। আমি  
লোকদের জন্য সিরাতুল মুত্তাকীমের পাশে ওৎ পেতে  
থাকবো- সম্ভুব, পেছন, ডান, বাম সব দিক থেকেই  
তাদেরকে ঘিরে ফেলবো। আপনি তাদের অনেককেই কৃতজ্ঞ  
বান্দা রূপে পাবেন না।” -আল আরাফ : ১৬-১৭

ইবলীসের এসব উজ্জ্বল্যপূর্ণ উভিত্ব জবাবে আল্লাহ তাকে এক  
কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রন্থিয়ে দেন।

فَالَّذِيْنَ اخْرَجْتَ مِنْهَا مَذْعُومًا مَذْحُورًا ۖ دَلَّمْ بِئْعَكَ مِنْهُمْ لَامَلَنَ  
جَهَنَّمَ مُنْكُمْ اجْمَعِينَ (الاعراف : ۱۸)

আল্লাহু বললেন, “লাখ্তি ও উপেক্ষিত সন্তানগুলো বেরিয়ে  
যাও। লোকদের মধ্যে যারাই তোমার আনুগত্য করবে আমি  
তাদেরকে এবং তোমাকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করবো।”  
—আল আরাফ ১৮

এভাবে দূর অতীতের কোন এক সময়ে আল্লাহুর এক সৃষ্টি  
ইবলীস আল্লাহুর নির্দেশ অমান্য করে বসে এবং আদম (আ)  
ও আদম সন্তানদের দুশ্মনী করাকে জীবনের ব্রহ্ম হিসেবে  
গ্রহণ করে। সেদিন থেকে আদম সন্তানেরা ইবলীসের পক্ষ  
থেকে চিরস্থায়ী দুশ্মনীর সম্মুখীন।

## মানুষের কর্তব্য

আল্লাহ মানুষকে ব্যাপক জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু সেই জ্ঞানও খুবই সীমিত। আল্লাহ রাকবুল আলায়ানের জ্ঞানের তুলনায় সেই জ্ঞান এতোই তুচ্ছ যে তা হিসাবের মধ্যেই আসে না।

এই সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে কোন নির্ভুল জীবন বিধান রচনা করা মানুষের পক্ষে আদৌ অস্ব নয়। আবার দুনিয়ায় অবস্থানকালে সঠিক পথের সঙ্কান না পেয়ে মানুষ ইবলীসের শিকারে পরিণত হবে, সেটাও আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। তাই মানুষের জন্য জীবন বিধান রচনার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন।

প্রথম মানব আদম (আ) এবং তাঁর স্ত্রীকে পৃথিবীতে পাঠানোর প্রাক্কালে আল্লাহ মানুষের জন্য জীবন বিধান পাঠানোর ওয়াদা ঘোষণা করেছেন।

فَامَا يَأْتِيكُمْ مِّنْ هُدًى فَمَنْ يَعْمَلْ حَدَائِقَ فَلَا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ بَحْرَثُونَ。 (البقرة ٣٨)

“অতঃপর আমার নিকট থেকে তোমাদের জন্য হিদায়াত আসবে। যারা তা অনুসরণ করে চলবে তাদের ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।” –আল বাকারা : ৩৮

একেতো সীমিত জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে মানুষের পক্ষে কোন নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রচনা করা সম্ভবপর নয়। তদুপরি আল্লাহর কাছ থেকে জীবন বিধান আসার পর

অন্য কোন জীবন বিধান রচনা করা এবং সেই মুত্তাবিক জীবন যাপন করার অধিকারও মানুষের নেই।

আল্লাহু প্রদত্ত জীবন বিধান উপেক্ষা করে মানুষ যদি অন্য কোন জীবন বিধান রচনা করে এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে তবে তো মানুষ ইবলীসের যথার্থ শাগরিদেই পরিণত হয়। ইবলীসের মতোই সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হয়। তখন ইবলীসের মতোই তার উপরও আল্লাহুর অভিশাপ নেমে আসে।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ (آل عمران ١٩)

“আল্লাহর নিকট একমাত্র স্বীকৃত জীবন বিধান হচ্ছে আল ইসলাম।” – আলে ইমরান ১৯

বাস্তব অবস্থা যখন এই তখন আপন মনের ইচ্ছা-বাসনা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ইচ্ছা-বাসনার আনুগত্য না করে মানুষের জন্য শোভনীয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহুর ইচ্ছা-বাসনার আনুগত্য করা।

এছাড়া অন্য কোন আনুগত্যই আল্লাহুর পছন্দনীয় নয়।

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَفْلِحْ مِنْهُ - وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَسِيرِينَ. (آل عمران ٨٠)

“যেই ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান অবলম্বন করতে চায় তার কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যেই থাকবে।” – আলে ইমরান : ৮৫

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজাহানের যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহুর নির্দেশের নিকট মাথা নত করে আছে। আল্লাহুর নির্ধারিত আইনগুলো

মেনে বিশ্বলোকের সবকিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।  
সামগ্রিকভাবে বিশ্বজাহান আল্লাহর আইন মেনে চলছে বলেই  
বিশ্বের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

বিশ্বব্যাপী আল্লাহর যে সব আইন কার্যকর রয়েছে সেগুলোর  
সাথে সংগতিশীল আইন তৈরী করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।  
আবার নিজেদের জন্য জীবন বিধান রচনা করে তার সাথে  
সংগতিশীলরূপে বিশ্বলোকের সব আইনকে নতুনভাবে  
সাজিয়ে নেয়াও সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় বিনা দ্বিধায় আল্লাহর  
বিধান মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত।

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
طَوْعًا وَكَرْهًا وَأَلَيْهِ بُرْجَمُونَ. (ال عمران ৮৩)

“এসব লোক কি আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করে অন্য কোন দ্বীন  
গ্রহণ করতে চায়? অথচ আসমান ও পৃথিবীর সব কিছুই  
ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে।  
আর মূলতঃ তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।”  
—আলে ইমরান : ৮৩

আল্লাহর বিধান মেনে না নেয়ার মানেই কুফর। যারা এই  
কুফর অবলম্বন করে তাদের পরিণাম ডরাবহ। পৃথিবীর  
জীবনে কুফর অবলম্বন করেও আবিরাতের জীবন কোন না  
কোন প্রকারে নাজাত পাওয়া যাবে, এ ধারণা পোষণ নিভাস্তই  
বোকায়ি। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُو وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مُلْءٌ  
الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوافَّهُ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ  
تُصْرِفُنَ (ال عمران ৯১)

“যারা কৃফর অবলম্বন করলো এবং সেই অবস্থায় প্রাপ্ত্যাগ করলো তাদের কেউ যদি শান্তি থেকে বাঁচার জন্য পৃষ্ঠিবী ভরা পরিমাণ স্বর্ণও বিনিময় হিসেবে হাজির করে, তবুও তা করুল হবে না। এদের জন্য কষ্টদায়ক শান্তি নির্ধারিত রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।” –আলে ইমরান : ৯১

ইবলীসের দুশ্মনী থেকে আজ্ঞারক্ত করা ও আবিরাতের আঘাত থেকে নাজাত পাওয়ার উপায় হচ্ছে বিশুদ্ধ মন নিয়ে আল্লাহর নিকট আজ্ঞাসমর্পণ করা এবং আল্লাহর বিধান মুতাবিক জীবন গড়ে তোলা। আজ্ঞারক্ষার এই নির্ভুল পথেই রাকুল আলামীন বিশ্ব মানবতাকে আহ্বান জানাচ্ছেন এভাবেঃ

لَيَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامْتُرُوا خَيْرًا لِكُمْ . (السَّاءَ ١٧٠)

“হে মানব জাতি, এই রাসূল তোমাদের রবের নিকট থেকে সত্য বিধান সহ এসেছে। তোমরা ইমান আন। এতেই তোমাদের কল্যাণ।” –সূরা আননিসা : ১৭০

## সু'মিনের কর্তব্য

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইমান এনে কেবল ব্যক্তি চরিত্র গঠনের তৎপরতা ঢালিয়েই কোন ব্যক্তি আল-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাবী পরিপূরণ করতে পারে না। ইসলাম শুধু মাত্র ব্যক্তি জীবন নিয়ন্ত্রণ করার কিছু নিয়ম কানুনের নাম নয়। এটি একটি সর্বব্যাপ্ত জীবন বিধান। জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কেই তার রয়েছে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ।

ব্যক্তি জীবনে ইসলামের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা যতোখানি সহজ, সমাজ জীবনে ইসলামের অনুশাসন প্রবর্তন করা ততোখানিই কঠিন।

পথের এই কঠিনতা দূর করেই আল্লাহর অনুস্থান বাস্তাদেরকে সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। একেই বলা হয় ইকামাতে দীন।

ইকামাতে দীন কোন সহজসাধ্য কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত বিরামহীন সংগ্রাম। ইকামাতে দীনের জন্য পরিচালিত সর্বাত্মক সংগ্রামকেই আল কুরআন আল জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করেছে। বাংলা ভাষায় একেই বলা হয় ইসলামী আন্দোলন।

ইকামাতে দীনের উক্তেশ্যে পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে সর্বপ্রথম যেই বিষয়টির উপর স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি নিবন্ধ হয় তা হচ্ছে আদ্দ দাওয়াতু ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বান।

ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করাই যথেষ্ট নয়, সেই ঈমানের আলো অন্যদের মাঝে বিকশিত করাও একান্ত প্রয়োজন। প্রতি যুগেই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃ ও কর্মীগণ নিষ্ঠার সাথে এই কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছেন।

## আল্লাহর দিকে আহ্বান ও নবীগণ

মানুষকে যাবতীয় অনেসলামী ধ্যান-ধারণা ও জীবন বিধান বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দিকে কিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন নবী-রাসূলগণ ।

আমরা এখানে কয়েকজন নবীর দাওয়াতী তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করবো :

### নৃহ আলাইহিস সালাম

প্রাচীন ইরাকের কুর্দিষ্টান অঞ্চলে প্রেরিত হন নৃহ আলাইহিস সালাম । দিন-রাত পরিশৃঙ্খ করে তিনি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে থাকেন । তাঁর এই তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَفَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمَهِ إِنِّي لَكُمْ أَذِيرٌ مُّبِينٌ لَا أَنْ لَا  
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ طِبِّي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(হো ১৬-২০)

“আমি নৃহকে তার কাউমের নিকট পাঠালাম । সে বললো : আমি তোমাদের জন্য সবাধানকারী । আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করোনা । অন্যথার আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর কষ্টদায়ক আঘাত এসে পড়বে ।” – সূরা হৃদ ২৫-২৬

### ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম

পরবর্তীকালে এই ইরাকেরই উর নগর রাষ্ট্রে নমরদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবলীসী জীবন ব্যবহা প্রতিষ্ঠিত হয় । নমরদ

এবং তার রাত্তের অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্�বান  
জানানোর জন্য প্রেরিত হন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

তাঁর আক্রাই ছিলেন সেখানকার ইবলীসী জীবন ব্যবস্থার  
প্রধান উপদেষ্টা। সেই জন্য তাঁর আক্রার নিকট তিনি  
সর্বপ্রথম দাওয়াতে হক পেশ করেন।

يَأَيُّهَا أَيُّهَا قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَإِذْنِي  
صِرَاطًا سَوِيًّا. (مرم ٤٣)

“হে আক্রাজান, আমার নিকট এমন ইলম এসেছে যা  
আপনার নিকট আসেনি। আপনি আমার অনুসরণ করুন।  
আমি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো।”

-সূরা মারইয়াম : ৪৩

উরবাসীদেরকে সমোধন করে ইব্রাহীম (আ) বলেন,

يَقُولُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي  
فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتِّيًّا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(الانعام ৭১-৭৮)

“হে আমার কাউম, তোমরা যাদেরকে শরীক বানাচ্ছো সেই  
সব থেকে আমি নিঃসম্পর্ক। আমি তো একমুখী হয়ে নিজের  
লক্ষ্য সেই মহান স্তুতির দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি, যিনি যমীন  
ও আসমানসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের  
অঙ্গৃহু নই।” -আল আন'আম : ৭৮, ৭৯

তাঁর কাউমকে সমোধন করে ইব্রাহীম (আ) আরো বলেন,

أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْقُوْهُ ذِلِّكُمْ حَتَّىٰ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.  
(العنكبوت ١٦)

“তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁকে ডয় করে চল। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।”  
—আল আনকাবুত ১৬

### হৃদ আলাইহিস সালাম

প্রাচীন আরবের এক প্রতাপশালী জাতি ছিলো আদ জাতি। কুফরী জীবনধারায় এই জাতি ছিলো অভ্যন্ত। এই জাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর জন্য প্রেরিত হন হৃদ আলাইহিস সালাম। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَإِلَىٰ عَادَ أَخْهَافُمْ مُرْدًا، قَالَ يَقُولُونَ إِنَّمَا مَالَكُمْ مِنِ الْأَيْمَانِ  
غَيْرُهُ؟ (হোড় ৫০)

“আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হৃদকে পাঠালাম। সে বললো : হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।” —সূরা হৃদ : ৫০

### সালিহ আলাইহিস সালাম

প্রাচীন আরবের এক অঞ্চলে ছিলো সামুদ জাতির বাস। এই জাতির লোকেরা ছিলো প্রতাপশালী। বিভিন্ন শিল্প-কর্মে বিশেষ করে ভাস্কর্য শিল্পে সারা দুনিয়ায় তাদের জুড়ি ছিলোনা। পাথরের পাহাড়-শ্রেণী খোদাই করে প্রাসাদ বানিয়ে তারা তাতে বসবাস করতো।

তারা ইবলীসের শাগরিদ ছিলো। এই পাপী কাউমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবার জন্য প্রেরিত হন সালিহ

আলাইহিস সালাম। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার বিবরণ রয়েছে  
আল কুরআনে।

وَإِلَّا نَمُوذَأَخَاهُمْ صِلْحًا قَالَ يَقُولُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ  
غَيْرِهِ؟ (হোদ ৬১)

“সামুদ্র জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠালাম। সে  
বললো : হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর।  
তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।” -সূরা হুদ : ৬১

### শয়াইব আলাইহিস সালাম

আরবের আরেক প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম ছিলো মাদইয়ান  
জাতি। তাবুক এবং এর নিকটবর্তী বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিলো  
এদের বাস। তারাও আল্লাহকে ভুলে নানা পাপাচারে ভুবে  
গিয়েছিলো। তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবার জন্য  
প্রেরিত হন শয়াইব আলাইহিস সালাম। তাঁর দাওয়াতী কাজ  
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِلَّا مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعْبَيَا . قَالَ يَقُولُونَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ  
غَيْرِهِ؟ (হোদ ৮৪)

“মাদইয়ান জাতির নিকট তাদের ভাই শয়াইবকে পাঠালাম।  
সে বললো : হে আমার কাউম, আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি  
ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।” -সূরা হুদ ৮৪

### ইউসুফ আলাইহিস সালাম

কানান বা ফিলিস্তিনের এক নেক সম্ভান ছিলেন বালক  
ইউসুফ। ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি  
২০ আল্লাহর দিকে আহ্বান

বিজন মরুভূমির এক কৃয়াতে নিষ্কণ্ঠ হন। একটি ব্যবসায়ী কাফিলা পানির সন্ধানে সেই কৃয়ার নিকটে এসে বালক ইউসুফকে উদ্ধার করে। কাফিলার লোকেরা মিসরে পৌছে সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট তাঁকে বিক্রি করে দেয়। নির্বিশ্বে কাটছিলো ইউসুফের দাস জীবন। কিন্তু তাঁর ক্রমবিকশিত দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য তাঁর মনিবের স্ত্রীকে প্রেমাসঙ্গ করে তোলে। স্ত্রীলোকটি তাঁকে তার সঙ্গে যৌন অপরাধে লিঙ্গ হতে আহ্বান জানায়।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন নবীর পুত্র। তিনি নিজেও ছিলেন আল্লাহর একজন একান্ত অনুগত বান্দা। আবার তিনি ভাবী নবীও ছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের স্ত্রীর এই আহ্বানে সাড়া দিলেন না।

এতে স্ত্রীলোকটি ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং তাঁর বিরক্তে চক্রান্তে মেঢে উঠে। সে ইউসুফের বিরক্তে মিথ্যা মামলা দুকে দেয়। ক্রীতদাসের জবানবন্দীর দাম কেউ দিলো না। ইউসুফ কারাগারে নিষ্কণ্ঠ হন।

ইতিমধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন। কারাগারে কয়েদীরাই তখন তাঁর সঙ্গী। এরা মোটেই ভালো লোক ছিলো না। যেই সমাজের উপর তলা ও নীচ তলার সবাই পাপী, সেই সমাজ থেকে অপরাধী গণ্য হয়ে যারা কারাগারে আসে তারা যে কি জগন্য চরিত্রের লোক তা সহজেই অনুমেয়।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই অধঃপতিত আদম-সন্তানগুলোকে টাগেটি বানিয়ে দাওয়াতী কাজ করুন করেন। দু'জন কয়েদীর উদ্দেশ্যে তিনি যেই দাওয়াতী ভাষণ পেশ করেন তা আল-কুরআনে পরিবেশিত হয়েছে। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন-

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، أَمْرَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ أَيُّهُ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (يوسف ٤٠)

“সার্বভৌমত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তাঁর নির্দেশ,  
তাঁকে বাদে তোমরা আর কারো ইবাদাত করবে না। এটাই  
মজবুত জীবন ব্যবস্থা অথচ অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।”  
—সূরা ইউসুফ : ৪০

ইউসুফ আলাইহিস সালাম পরবর্তী সময়ে মিসরের শাসক  
হন। তাঁর শাসনকালে বনী ইসরাইল কানান বা ফিলিস্তিন  
থেকে মিসরে এসে বসবাস শুরু করে।

### মূসা আলাইহিস সালাম

দেখতে না দেখতে কেটে গেলো কয়েক শতাব্দী। ইতিমধ্যে  
বনী ইসরাইল পাপাচারী জাতিতে পরিণত হয়। মিসরের  
যালিম ফিরাউনের সাথেও তাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে।

এই সময়ে মূসা আলাইহিস সালাম মিসরে প্রেরিত হন। তাঁর  
সামনে এক দিকে ছিলো বনী ইসরাইল। অন্যদিকে ছিলো  
ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়। উভয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে  
আহ্বান জানানোর দায়িত্ব অর্পিত হলো তাঁর উপর।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِنْسَانَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى  
النُّورِ. (ابراهিম ٥٥)

“আমি নির্দেশনাদিসহ মূসাকে পাঠালাম। তাঁকে নির্দেশ দিলাম  
ঃ তোমার কাউমকে অক্ষকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে  
আস।” —সূরা ইব্রাহীম : ৫৫

أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٌّ. (طه ٢٤)

“ফিরাউনের নিকট যাও। নিচরই সে অবাধ্যতায় সীমা  
ছাড়িয়ে গেছে।” -সূরা আ-হা : ২৪

মূসা (আ) ফিরাউনকে সমোধন করে বলেন-

أَنْ أَدُّوا إِلَيْيَ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَإِنَّ لِأَنْفَلُوا عَلَى  
اللَّهِ، إِنِّي أَنِّي كُمْ سُلْطَانٌ مُّتِينٌ. (الدخان ۱۸-۱۹)

(মূসা বললো), “আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে  
দাও। আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। আল্লাহর উপর  
নিজের প্রাধান্য জাহির করতে যেয়োনা। আমি তোমাদের  
সামনে সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।” -আদদুর্খান ۱۸-۱۹

ইসা আলাইহিস সালাম

ফিলিঙ্গিনে আবির্ভূত হন ইসা (আ)। তিনি তাঁর কাউমকে  
আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে বলেন-

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ.  
(مرع ۳۶)

“নিচরই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব  
তাঁরই ইবাদাত কর এবং এটাই সরল-সঠিক পথ।”

-সূরা মারইয়াম : ৩৬

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)

নবুওয়াতের তাসবীহমালার সর্বশেষ দানা মুহাম্মাদুর  
রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি শেষ নবী, আবার বিশ্বনবীও।  
আজকের পৃথিবীর সব মানুষের জন্যই তাঁকে রাসূল করে  
পাঠানো হয়েছে।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ২৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যাম চালিয়ে ইসলামী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্বেষণ করলে প্রথমেই যেই বুনিয়াদী বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে আদদাওয়াতু ইলাল্লাহ অর্থাৎ আপ্তাহের দিকে আহ্বান।

এই দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনকেন্দেলো আয়াত নাফিল করেন।

প্রথম ওহী প্রাঞ্চির প্রতিক্রিয়া সামলাতে গিয়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) চাদর মুড়ে দিয়ে উয়েছিলেন। সেই সময়টিতে শুরুগান্তীর নির্দেশ এলো—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ - قُمْ فَأَن্দِرْ رَبِّكَ فَكِيرْ: (الْمُدْرِرُ ٢-١)

“হে আবৃত ব্যক্তি, উঠ, লোকদেরকে সাবধান কর। তোমার রবের বড়ু-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর।” —আলমুদ্দাইর : ১-৩

অন্যত্র বলা হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلِّغْتَ رِسَالَتَكَ: (الْمَائِدَةَ ٦٧)

“হে রাসূল, তোমার রবের নিকট থেকে যা কিছু নাফিল করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌছিয়ে দাও। যদি তুমি তা না কর, তবে তো রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।”  
—আল মা-ইদা : ৬৭

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  
بِالْأَيْنِ هِيَ أَخْسَنُ: (النَّحل : ١٢٥)

“তোমার রবের পথে (লোকদেরকে) ডাঃ হিকমাহ ও উন্নম  
বক্তব্য সহকারে। আর যুক্তি-প্রদর্শন কর সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।  
—আনন্দাহল : ১২৫

فَلِذلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمْرَنَّ. وَلَا تَبْيَغْ أَهْرَافَهُمْ.  
(الشورى ١٥)

“এমতাবস্থায় তুমি আহ্বান জানাতে থাক। আর দৃঢ় থাক  
যেমনটি তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। ওসব লোকের ইচ্ছা-  
বাসনার অনুসরণ করো না।” —সূরা আশুরা : ১৫

فَلِهَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ. (يوسف ١٠٨)

বল, “আমার পথ তো এই যে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান  
জানাই।” —ইউসুফ ১০৮

আল্লাহর রাসূলের গোটা জীবন আমাদের সামনে।  
আদদাওয়াতু ইলাল্লাহর দায়িত্ব তিনি কিভাবে পালন করেছেন  
ইতিহাস তার বিবরণ পেশ করছে। মক্কার এমন কোন ঘর  
ছিলো না যেখানে তিনি দাওয়াত নিয়ে যাননি। শধু মক্কা  
শহরই নয়, এর নিকটবর্তী জনপদগুলোতেও তিনি ছুটে গেছেন  
সেখানকার লোকগুলোকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে।

এই চিন্তাতেই তিনি সদা মশক্ত থাকতেন। প্রতিটি  
সুযোগেরই তিনি সম্মত করতেন। একাজে তিনি এতো  
বেশী একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে, লোকেরা তাঁর এই অবস্থাকে  
স্বাভাবিক অবস্থা বলে ভাবতেই পারতো না। তাই তাদের  
কেউ কেউ তাঁকে বলতো মাজনুন বা পাগল। তিনি পাগল  
ছিলেন না, ছিলেন কর্তব্য পালনে পাগলপারা।

তাঁর দাওয়াতের মোদ্দা কথা ছিলো—

আল্লাহর দিকে আহ্বান ২৫

الاَتَعْبُدُوْنَا اَلٰهُمَّ اَنِّي لَكُمْ مُتَّكِّمٌ مُتَّكِّمٌ تَذَمِّرُ وَتَسْبِّحُ. وَإِنِّي اسْتَغْفِرُوْنَا  
رَبِّكُمْ ثُمَّ يُوَهِّبُونَا إِلَيْهِ يُمْتَعَنُكُمْ مَتَّاعًا حَتَّىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسْمَىٰ  
وَيَوْمٌ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُمْ. وَإِنَّمَا تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا تَأْخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابٌ يَوْمَ كَبِيرٍ - اَلٰهُمَّ مَرْجِعُكُمْ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ. (مود ٤-٢)

“তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করোনা। আমি তাঁরই তরফ হতে তোমাদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা রূপে আবির্ভৃত। তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁরই দিকে ফিরে আস। তিনি নিদিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উন্নত জীবনসামগ্রী দেবেন। অনুগ্রহ পাবার মতো প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি তোমাদের জন্য এক বড়ো ভীষণ দিনের আয়াব সম্পর্কে ভয় করছি। তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” –সূরা হৃদ : ২-৪

## ମନୁନ ଆଇୟାମେ ଜାହିଲିଆତ

ମନ୍ଦ ସମାଜେ ଯଥନ ଇସଲାମୀ ଜୀବନ ବିଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାକେ ନା, ତଥନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାକେ ଇବଲୀସୀ ବିଧାନ । ସେଇ ଅବହ୍ଲାୟ ଅଧିକତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୋନ ମାନୁସ ଅଥବା ମାନୁଗୋଟୀ ସାଧାରଣଭାବେ ସକଳ ମାନୁଷେର ପ୍ରତ୍ୟେ ସେଇ ବସେ । ଏସବ ଶକ୍ତିଧର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେଦେର ଇଚ୍ଛା ବାସନା ବା ଖେଳାଳ ଖୁଶି ମାନୁଷେର ଉପର ଚାପିଯେ ଦେଇ । ଅଟିରେଇ ସମାଜ ଯୁଲ୍‌ମ ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ଯାତାକଲେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହତେ ଶୁରୁ କରେ । ଏସବ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟେର ସଠିକ ମାନଦଣ ନିର୍ଣ୍ୟ କରା ସମ୍ଭବ ହୟ ନା, ସେହେତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟେ ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟେ ପରିଣିତ ହୟେ ଯାଇ; ପାପ ପୁଣ୍ୟେର ତାରତମ୍ୟ ମନେର ଗତିରେ ଅବହ୍ଲାନ କରଲେଓ ବାନ୍ତବ ଜୀବନେ ତା ଆର ବଜ୍ଜ ଏକଟା ଦେଖା ଯାଇ ନା । ଫଳେ ଯିନା, ନାରୀ ଧର୍ଵଣ, ମଦପାନ, ନରହତ୍ୟା ଓ ସମ୍ପଦ ହରଣେର ମତୋ ବଡ଼ ପାପ କାଜଗୁଲୋଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାରେ ପରିଣିତ ହୟ ।

ସମାଜେ ବେହାୟାପନା ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନା ବେଢେ ଯାଇ । ସଂକୃତିର ନାମେ ମାଟ ଓ ଅଣ୍ଟିଲ ଗାନ ପ୍ରଚଲିତ ହୟ । ସମାଜେର ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗଣ ମାଧ୍ୟମଗୁଲୋ ଯୌନ ସୁଭ୍ସୁଡି ଦେୟାର ହାତିଯାରେ ପରିଣିତ ହୟ । ଦେଶେର ଶିକ୍ଷା ହୟେ ପଡ଼େ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୀନ । ମାନୁଷେରା ହୟେ ଓଠେ ଚରମଭାବେ ଆଜ୍ଞାପୂଜୀରୀ । ଶୋଷଣେର ଆକାଂଖା ମାନୁସକେ ପେଯେ ଥିଲେ । ଏମତାବହ୍ଲାୟ ଅପରାପର ଜଞ୍ଜ-ଜାନୋଯାର ଆର ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଜ୍ଜ ଏକଟା ଥାକେନା । ଏଇ ଅବହ୍ଲାରଇ ନାମ ଆଇୟାମେ ଜାହିଲିଆତ । ମନ୍ଦ ସମାଜେ ଯଥନଇ ଆଇୟାମେ ଜାହିଲିଆତ ଜେକେ ବସେଛେ ତଥନଇ ଆପ୍ତାହୁ ନବୀ-ରାସ୍ମ ପାଠିଯେଛେ ।

ইসায়ী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পুঁজিভূত জাহিলিয়াত দূর করার জন্য আল্লাহ রাকবুল আলামীন ৭ম শতাব্দীর শুরুতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) নবুওয়াত দেন। সুনীর্ধ ২৩ বছর সংগ্রাম করে তিনি গোটা আরবের বুক থেকে জাহিলিয়াত অপসারিত করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটান। মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সুন্দরতম পরিবেশ দুনিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের মানবিক চেতনা নৃতনভাবে জাগিয়ে তোলে। অন্ন সময়ের মধ্যে তিনটি মহাদেশের বিশাল এলাকার অধিবাসীগণ ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করে।

এই অবস্থা দেখে সোদিন ইবলীসের চেহারা নিষ্ঠয়ই কালো হয়ে গিয়েছিলো। ইবলীস তার চক্রান্ত চালাতে থাকে। মানুষের মনে মনে নানাবিধ সন্দেহ সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং খটকা সৃষ্টি করে সে ধীরে ধীরে মানুষকে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষের মনে সে এমন সব ধ্যান ধারণা সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষ নান্তিকতাবাদ, সংশয়বাদ, সর্বেশ্঵রবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ব্যক্তি স্বাত্ত্ববাদ, সমাজবাদ প্রভৃতির গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতি কেউ কেউ দেখায় উদাসীনতা, কেউবা ঘোষণা করে বিদ্রোহ।

সমাজ জীবন থেকে ইসলাম দূরে সরে গেলো। এরি ফলশ্রুতিতে সমাজ আজকের চেহারা লাভ করেছে।

সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সর্বত্র আজ মানুষের উপর মানুষের প্রভৃতু চলছে। বিভিন্ন ইজমের ঢীম রোলার মানুষকে

নিষ্পেষিত করছে। শাস্তি ও স্বত্তির আজ দারুণ অভাব। মানুষের কোন মূল্য নেই। খুন খারাবী চলছে ব্যাপকভাবে। মদের ব্যবসা জম-জমাট। মাতালের অভাব নেই। অবৈধ যৌনচার সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জারজ সন্তানের ভারে পৃথিবীর অংগন কেঁপে উঠছে। যৌনতাই আজকের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান বিষয়। আজকের সংগীতগুলোতে যৌনতারই প্রাধান্য। শিক্ষা অঙ্গনে চলছে নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষার দৌরাত্ম। আজকের চিঞ্চাবিদদের অনেকেই মানুষকে বাঁদরের সন্তান প্রমাণ করতেই ব্যস্ত। ‘জোর যার মুলুক তার’ নীতি চলছে সবখানে। আধিপত্য বিভাগের লক্ষ্যে মিনিটের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক ধৰ্মস করার জন্য এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা সাজিয়ে রাখা হয়েছে সারি সারি। নিউট্রন বোমা তৈরীর কাজ চলছে। চারদিকে আজ অশাস্তি, অস্বত্তি, অসাম্য, অনিয়ম, অনৈতিকতা, ভাঙ্গন, আর ধৰ্মসংক্ষেপ। পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে ঘোর জাহিলিয়াত।

মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী। এটা সুনিশ্চিত যে আল্লাহ্ আর কোন নবী পাঠাবেন না। তবে তাই বলে আল্লাহ্ বিশ্মানবতাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। তিনি তাঁর সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআনকে হিফাজাত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তদুপরি শেষ নবীর শিক্ষাকেও অবিকৃতভাবে মওজুত রেখেছেন।

নবীর অবর্তমানে আল-কুরআন এবং নবীর শিক্ষাকে অবলম্বন করে এই নতুন জাহিলিয়াহর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে নবীর অনুসারীদেরকে।

জাহিলিয়াহর সংয়োগে ভুবে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে আল্লাহ্ দিকে আহ্বান জানানো এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য যে আল-কুরআনের সাথে পরিচিত হয়েছে।

সংগ্রাম ছাড়া ইবলীসের দুশ্মনীর হাত থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইবলীসী চিন্তা, ইবলীসী মন-মানসিকতা এবং ইবলীসী কার্যকলাপ থেকে নিজকে ও সমাজের অপরাপর মানুষকে পরিত্র করার সংগ্রাম চালানোই মুক্তির পথ। আল্লাহ্ চান প্রত্যেক মুমিন এই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করুক।

যেই মুমিন আল্লাহর দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানানোর  
কাজে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। যেই  
কথাগুলো দ্বারা একজন মুমিন সমাজের মানুষকে আল্লাহর  
দিকে ডাকে সেই কথাগুলোকে আল্লাহ আল-কুরআনে  
'সর্বোত্তম কথা' বলে উল্লেখ করেছেন।

وَمَنْ أَخْسَنَ قَوْلًا مُّمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ أَئْسَىٰ  
مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (سورة حم السجدة ٣٣)

"সেই ব্যক্তির কথা থেকে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে  
ডাকলো, নেক আশল করলো এবং ঘোষণা করলো : নিচয়ই  
আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত। -সূরা হামীদ আস সাজদাহ : ৩৩

## আহ্লান স্তোগনের প্রস্তুতি গ্রন্থ

একদিন আবদুল্লাহ ইবনুল আকবাসের (রা) নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো “আমি ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ-এর কাজ করতে চাই।”

আবদুল্লাহ ইবনুল আকবাস (রা) বললেন, “তুমি কি এই কাজের উপযুক্তা অর্জন করেছো?” সে বললো “আমি তো তাই আশা করি।”

আবদুল্লাহ ইবনুল আকবাস (রা) বললেন, “আল্লাহর কিতাবের তিনটি আয়াতের অসম্মান করার আশংকা না থাকলে তুমি একাজে নামতে পার।” সে বললো “ওগুলো কোন্ কোন্ আয়াত?” আবদুল্লাহ ইবনুল আকবাস বললেন-

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ: (البقرة)

(তোমরা কি লোকদের ভালো কাজের কথা বল অথচ নিজেরা তা ভুলে যাও?) এর উপর কি ভালোভাবে আমল করেছো? সে বললো, “না”। আবদুল্লাহ ইবনুল আকবাস (রা) বলেন-

لَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ: (الصف)

(তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করনা?) এর উপর কি ভালোভাবে আমল করেছো? সে বললো, “না”। আবদুল্লাহ ইবনুল আকবাস (রা) বললেন-

مَا أَرِيدُ أَنْ أَخْالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ: (হোদ)

(আমার ইচ্ছা এটা নয় যে আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করিতা নিজে করবো।) তুমি কি এর উপর ভালোভাবে আমল করেছো?” সে বললো “না।” আবদুল্লাহ ইবনুল আকবাস (রা)

বলেন, “তাহলে তোমার নিজের উপরেই প্রথমে দাওয়াতের কাজ শুরু কর।”

বস্তুতঃ মুখে ভালো কথা আর চরিত্রে খারাপ বৈশিষ্ট নিয়ে দাওয়াতী কাজ করা পশ্চাম মাত্র। দাওয়াতী কাজে কৃতকার্য হতে হলে ইসলামের রংয়ে নিজের চরিত্র ও আচরণ রাখিয়ে নিতে হবে। ব্যক্তির মূখ ও চরিত্র যথন একই কথা বলে তখন তার প্রভাব হয় অনেক বেশী।

আহ্বানকারী এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে সংকল্পিত। কিন্তু এই কঠিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সফল হওয়া সোজা ব্যাপার নয়। মনে রাখা দরকার যে মানুষ আহ্বানকারীর মুখের কথা শুনে যতোখানি ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আহ্বান হয়ে উঠে, তার চেয়ে বেশী আহ্বান হয় আহ্বানকারীর জীবনের সুন্দর বৈশিষ্টগুলো দেখে। বস্তুতঃ আহ্বান জ্ঞাপন তৎপরতায় ঢিকে থাকা এবং সফলতা অর্জনের জন্য আহ্বানকারীর জীবনে নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলোর সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন।

আহ্বানকারীকে অবশ্যই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

২। আহ্বানকারীকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হতে হবে এবং ইসলামী জীবন দর্শন ও ইসলামের জীবন বিধানের নির্ভুলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে হবে।

আহ্বানকারীকে ইসলামী জীবন দর্শনের মূর্ত প্রতীক হতে হবে।

আহ্বানকারীকে আল্লাহর যদীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জীবন যিশনরূপে গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে।

আহ্বানকারীকে কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু হতে হবে।

আহ্বানকারীকে উদার-চিন্ত ও মানব-হিতের্বী হতে হবে।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি ও আহ্বানকারীর থাকতে হবে।

আহ্বানকারী পূর্ণাংগ ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানাবেন, কারো ভয় বা বিদ্রূপের কারণে এর কিছু অংশকে আপাততঃ গোপন বা মূলতবী রাখবেন না।

আহ্বানকারীকে সর্বাবস্থায় উদ্দেজনা পরিহার করে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, কারো আক্রমণাত্মক উক্তিতে বা কোন অবস্থাকর পরিস্থিতিতে উদ্দেজিত হয়ে পড়া পরাজয়েরই নামান্তর।

১১। আহ্বানকারীকে তুরা প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

মনে রাখা দরকার, সমাজ পরিবর্তনের আগে মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে হবে এবং মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন আনার আগে তাদের চিন্তা ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। এ পরিবর্তন আনয়ন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

১২। আহ্বানকীরাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল

থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের উপর বিন্দু পরিমাণও ভরসা রাখা যাবে না।

## আহ্বান জ্ঞাপনের ক্রমধারা

আল্লাহু রাকবুল আলামীন মুফিনদেরকে হিকমাহু বা বিজ্ঞান-সম্বত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহুর নির্দেশ অবহেলা করে যেনতেন তাবে দাওয়াত পরিবেশন করতে থাকলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই। আহ্বান জ্ঞাপনের সর্বোত্তম পছ্টা হচ্ছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও ধারাবাহিক আলাপ আলোচনা। এই কাজ করতে হবে সুপরিকল্পিতভাবে। প্রথমতঃ নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্য কয়েকজন লোককে টার্গেট করতে হবে। লোক বাছাই কালে এমন সব লোককে বিবেচনায় রাখা দরকার যারা জাত কর্মী, সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যাদের ভূমিকা আছে।

দ্বিতীয়তঃ এই টার্গেট লোকগুলোর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলত হবে। তাদের দৃঢ় বেদনা ও প্রয়োজনের সময় তাদের পশে দাঁড়াতে হবে।

তৃতীয়তঃ অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাদের সাথে সমাজ সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে হবে। মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক মানুষই জীবন ও জগত সম্পর্কে কোন না কোন ধ্যান-ধারণা পোষণ করে। এই ধ্যান-ধারণা বিরোধী কোন বক্তব্য সে সহজে মেনে নিতে পারে না। আল্লাহুর দিকে আহ্বানকারী ওসব ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা অবশ্যই শুধুরাতে চাইবেন। কিন্তু কাঠুরিয়ার কুঠারের কঠোর আঘাত হেনে কোন ব্যক্তির বহু দিনের পোষিত ধ্যান-ধারণার মূলোছেদ করা যায় না। ধ্যান-ধারণার ভাস্তিগুলো চিহ্নিত করে মুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সেগুলো ব্যক্তির চিন্তাজগত থেকে বিদূরিত করতে হবে।

চতুর্থং তাদের চিন্তা-জগতে ইসলামী ধ্যান-ধারণার বীজ বপন করতে হবে। ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপলক্ষি করতে পারলে তার স্বীকৃতি দেবে না মানব প্রকৃতি সাধারণতঃ এমনটি নয়।

পঞ্চমতঃ তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। 'আল জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে তাদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। আর তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে ইসলামী আন্দোলনের বিশেষ মিজাজের সঙ্গে।

ষষ্ঠতঃ তাদেরকে সংগঠনের অপরিহার্যতা বুঝাতে হবে। সংগঠন ছাড়া যে কোন আন্দোলন সুস্থিতাবে পরিচালিত হতে পারে না এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব যে সংগঠনের উপরই নির্ভরশীল তা তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। সংঘবন্ধ জীবন যাপনের তাকিদ দিয়ে আল্লাহু ও তাঁর রাসূল (সা) যেসব কথা বলেছেন সেগুলোর সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে।

তদুপরি সংগঠনের লক্ষ্য, কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো, নেতা নির্বাচন পদ্ধতি, নেতার মর্যাদা ও ভূমিকা, নেতা-কর্মীর সম্পর্ক, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আনুগত্য, প্রারম্ভ দান পদ্ধতি এবং ইহতিসাব (গঠনমূলক সমালোচনা) পদ্ধতি সম্পর্কে তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে।

## ইসলাম-বিরোধী প্রভাবশালী গোষ্ঠী

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বৃহদাংশ ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। বরং তারা ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাং করার জন্য চক্রান্ত জালই বিস্তার করেছে। বানোয়াট কথাবার্তা ছড়িয়ে তারা ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে জনগণের মনে বিজ্ঞানি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তাদের ধনবল ও জনবল ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে লাগেনি, বরং এর বিরোধিতার কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। এদের সম্পর্কেই নূহ (আ) আল্লাহর রাক্ষুল আলামীনকে সর্বোধন করে বলেন-

رَبُّ أَهْمَمْ عَصَوْتِيْ وَأَبْعَدْتُ مَنْ لَمْ يَرِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ الْخَسَارَا  
وَمَكْرُوْهُ مَكْرُوْهُ كُبَارًا۔ (নুহ : ২১-২২)

“হে আমার রব, ওরা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সেই সব ব্যক্তিদের অনুসরণ করেছে যারা ধন সম্পদ ও সন্তান লাভ করে অধিকতর ব্যর্থকাম হয়েছে। এরা বড়ো রকমের চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে।” -সূরা নূহ : ২১-২২

প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাদের মন-মগজে নানা রকমের আজগুবী ধ্যান-ধারণা পোষণ করে এবং সেগুলো জনগণের মাঝে প্রচারণ করে। এতে জনগণ প্রভাবিত হয়। অতীতের বহু প্রভাবশালী গোষ্ঠী ফিরিশতার পরিবর্তে মানুষকে নবী করে পাঠানো পছন্দ করতে পারেনি। আবার মানুষ নবীর মাঝে অসাধারণ ও অলৌকিক কিছু না দেখলে তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধাধৃত ছিলো। তাদের মনে হয়তো এসব ধারণাই প্রকট ছিলো যে নবী হবেন এমন ব্যক্তি যিনি ফু

দিলে পানিতে আগুন ধরবে, তিনি পানির উপর দিয়ে হাঁটবেন, তিনি ইশারা করলে গাছ-পালা তাঁর নিকট ছুটে আসবে, তিনি সিংহ বা বাঘের উপর সওয়ার হয়ে শহরে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরবেন, তিনি চোখ রাঙালে সব দুশমন জুলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তিনি হাসলে সোনা দানা ছড়িয়ে পড়বে চার দিকে, তাঁর শান-শাওকাত দেখে রাজা-বাদশারাও লজ্জা পাবে, সমাজের টপ ক্লাশ লোকগুলোই তাঁর চার ধারে জড়ো হবে এবং সাধারণ মানুষেরা তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব নিয়ে বহু দূরে অবস্থান করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে ইত্যাদি।

নবীর পবিত্র জীবন, তাঁর পরিবেশিত নির্ভুল জীবন দর্শন তাঁদের নিকট মোটেই শুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো না। তাদের আজগুবী ধ্যান-ধারণার সাথে নবী জীবনের মিল খুঁজে না পেয়ে তারা নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে উঠতো।

আল্লাহর নবী নূহের (আ) বিরুদ্ধেও সেই সমাজের প্রভাবশালী মহল এই ধরনের হীন তৎপরতায় লিঙ্গ হয়েছিলো। নবীকে সম্মোধন করেও তারা জন্মন্য মন্তব্য করতো।

فَقَالَ الْمُلَّاُ الدُّنْيَىٰ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا رَأَوْكُمُ الْأَبْشِرُ مُؤْمِنًا وَمَا  
رَأَكُمْ أَبْعَكُ الْأَذْيَنَ هُمْ أَرَادُكُمْ بِإِدَى الرَّأْيِ وَمَا تَرَى لَكُمْ  
عَلَيْتُمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كُلَّ دِينٍ. (سুরা ২৭)

তার কাউমের কাফির সরদারেরা বললো, “আমরা তো তোমাকে আমাদের মতেই একজন সাধারণ মানুষ দেখছি। আমরা আরো দেখছি যে আমাদের মধ্যে যারা নীচ হীন তারাই না তুরে তনে তোমার অনুসারী হয়েছে। কোন দিক

দিয়েই তো তোমাদেরকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখছি না।  
আমাদের ধারণা তোমরা শিথ্যাবাদী।” -সূরা হুদ ২৭

এই প্রভাবশালী মহলের আরেক বৈশিষ্ট হলো এরা যালিম  
শাসকের হাত শক্তিশালী করে এবং ইসলামী আন্দোলনের  
গতিরোধ করার জন্য যালিম শাসককে উক্খানী দেয়। মূসা  
(আ) যখন মিসরের বৃক্কে আল্লাহর দ্বিনের দাওয়াত পেশ  
করতে থাকেন, তখন সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মূসাকে  
(আ) প্রতিহত করার জন্য ফিরাউনকে উক্খানী দিতে থাকে।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَنَّدَرَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِفَسِدِهَا  
الْأَرْضِ وَيَدْرَكُ وَالْهَنْكَ. (الاعراف ١٦٧)

ফিরাউনকে তার জাতির সরদার ব্যক্তিরা বললো, “আপনি কি  
মূসা ও তার লোকদেরকে দেশে ফাসাদ সৃষ্টির জন্য এমন  
ভাবে খোলা ছেড়ে দেবেন এবং তারা আপনাকে ও আপনার  
মাঝেদেরকে পরিত্যাগ করে রেহাই পাবে?” -আল আ'রাফ : ১৬৭  
কুফরী সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে যারা অবৈধভাবে  
প্রচুর ধন-সম্পদ মওজুদ করে, তারা নতুন সমাজ ব্যবস্থায়  
এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশংকায় প্রচলিত সমাজ  
ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিরোধী। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত  
হলে তাদের শোষণ বিধান বহাল থাকবেনা বিধায় তারা  
ইসলামী আন্দোলনের জোর বিরোধিতা করতে থাকে। এদের  
সম্পর্কেই আল্লাহ রাবুল আলায়ীন বলেন-

وَكَذَلِكَ مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيبَةِ مِنْ أَذْنِرِ الْأَفَالِ  
مُشْرِفُوهَا. إِنَّا وَجَدْنَا أَبْيَانًا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَتْرِيْهِمْ مُفْتَنُونَ.  
(الزخرف ٢٣)

“এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যেই জনপদেই আমরা কোন ভয়-প্রদর্শক পাঠিয়েছি, সেখানকার স্বচ্ছল লোকেরা এই কথাই বলেছে যে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পশ্চার অনুসীরী পেয়েছি এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি।” – আয়ুবুরুষ : ২৩

ইসলাম বিরোধী প্রভাবশালী মহল শাসকদেরকে সঠিক পশ্চা অনুসরণ করতে দেয় না। এক্ষেত্রে রোমের কাইজার হিরাক্সিয়াসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিরাক্সিয়াস তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ সিরিয়াতে অবস্থানকালে মুহাম্মাদুর রাস্তাগুহার দাওয়াতী চিঠি তাঁর নিকট পৌছে। তিনি সিরিয়ায় উপস্থিত মাঙ্কার লোকদেরকে দরবারে ডেকে নেন। বাণিজ্য কাফিলা প্রধান আবু সুফিয়ানকে হিরাক্সিয়াস অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফিয়ান জানান যে মুহাম্মাদ উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ বাদশাহ ছিলেন না, সমাজের নিপীড়িত শ্রেণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, তিনি কখনো যিষ্যা কথা বলেন না, তাঁর অনুসীরীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে, যুক্তে তিনি কখনো হারেন কখনো জিতেন, তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না, সাম্প্রতিককালে কেউ আর এমন বক্তব্য নিয়ে ময়দানে আসেনি এবং তিনি সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, পারম্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণ ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার নির্দেশ দেন।

এসব শব্দে হিরাক্সিয়াস বলেছিলেন ‘তুমি যা বলেছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নবী। আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। যদি আমি বুঝতাম যে তাঁর কাছে পৌছতে

পারবো, তাহলে আমি নাম্বাত করতাম। আর আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলে তাঁর পা দু'খনি ধূয়ে দিতাম। তাঁর রাষ্ট্র আমার পায়ের নীচের জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে।”

এরপর রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি খানা পড়া হলো এবং দরবারে হৈচে পড়ে গেলো।

হিরাক্সিয়াস একটি বিশেষ কক্ষে রোমের প্রধান ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করে বললেন, “রোমবাসীগণ, তোমরা কি স্থায়ী সফলতা ও হিদায়াত চাও? তোমরা কি তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কামনা কর?”

একথা শনামাত্র প্রধানগণ বুঝতে পেলো যে, কাইজার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। অসম্ভৃত হয়ে তারা আসন ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে যেতে শুরু করে। এমতাবস্থায় হিরাক্সিয়াস ভড়কে যান এবং তিনি ভোল পাল্টে পেলেন। তিনি বলেন, “লোক সকল, আমি তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছিলাম। তোমাদের কাছ থেকে যা আশা করছিলাম তা পেয়েছি।”

প্রধানগণ সম্ভৃত হয়ে কাইজারকে কুর্নিশ করে।

প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাপের কারণে হিরাক্সিয়াস ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি।

## প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান

সমাজ কখনো নেতৃত্ব শূন্য থাকে না। সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল ত্তরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

জনসাধারণ সাধারণতঃ এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অনুসরণ করে থাকে। এদের ধ্যান-ধারণা এবং জীবনযাত্রা জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় বিষয় বলে গণ্য হয়।

এই প্রভাবশালী গোষ্ঠী সমাজকে বৃক্ষিকৃতিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। তদুপরি বক্তৃগত উপায়-উপাদানের সিংহ ভাগই এরা নানা কায়দার নিজের দখলে রাখে।

নেতৃত্বের আসনে আসীন হ্বার মৌলিক মানবীয় গুণাবলীও এদের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রভাবশালী গোষ্ঠী যেই রং ধারণ করে সমাজ ধীরে ধীরে সেই রং ধারণ করে থাকে।

এসব কারণেই আল্লাহর পথে আহ্বানকারীকে অন্যান্যদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। নূহ আলাইহিস্স সালাম, হৃদ আলাইহিস্স সালাম, সালিহ আলাইহিস্স সালাম ও শুয়াইব আলাইহিস্স সালামকে আমরা প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে দেবি। ইত্রাহীম আলাইহিস্স সালাম প্রথমেই তাঁর আকৰ্ষণ এবং পরিবার-সদস্যদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। এই পরিবার উর নগর রাষ্ট্রে ঘর্যাদার

আসনে আসীন ছিলো । অতঃপর ইব্রাহীম আলাইহিস্স সালাম নমরুদকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে দেবার আহ্বান জানান । মূসা আলাইহিস্স সালাম ফিরাউনের নিকট ঐ একই আহ্বান পেশ করেন । দানিয়েল আলাইহিস্স সালামকে আমরা দেখি নেবু কাদনেজারের নিকট দাওয়াত পেশ করতে । ঈসা আলাইহিস্স সালাম প্রথমে প্রভাবশালী ইয়াহুদী পণ্ডিতদেরকে আল্লাহর পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান । মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝার প্রধান ব্যক্তিদের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে থাকেন ।

প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দিকে নজর দেবার কারণ হচ্ছে :

এক. এরা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করলে জনসাধারণের পক্ষে ইসলাম গ্রহণের পথ সহজ হয়ে যায় ।

দুই. এরা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করলে এদের আয়ত্তাধীন বস্ত্রগত উপাদানগুলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবিত হয় ।

তিনি. এরা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করলে এদের প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হয় ।

চার. এরা ইসলামী বিধান গ্রহণ করে সঠিকভাবে আত্মগঠন করলে আন্দোলনের আগামী দিনের নেতৃত্ব এদের মধ্য থেকে গড়ে উঠে ।

## নিরক্ষরদের প্রতি আহ্বান

আজকের মতো অতীতেও মানব সমাজে কমবেশী নিরক্ষর লোক ছিলো। অতীতের ইসলামী আন্দোলনগুলো সাক্ষর ও নিরক্ষর-এই উভয় ধরনের লোকের নিকটই দাওয়াত পেশ করেছে।

এ যুগে অনেকেই নিরক্ষরদের নিকট দাওয়াত সম্প্রসারণের বিষয়টিকে একটি নতুন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। ব্যাপারটি যোটেই এমন নয়। এই সমস্যা অতীতেও ছিলো। আল কুরআনে সমস্যার সমাধানও রয়েছে।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) যেই সমাজে ইসলামী আন্দোলন সূচনা ও পরিচালনা করেছিলেন, সেই সমাজের বেশীর ভাগ লোকই ছিলো নিরক্ষর। কাজেই তাঁর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও সংঘটিত বিপ্লবের মাঝেই নিরক্ষরদের মধ্যে কাজ করার পদ্ধতি লুকিয়ে রয়েছে।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَنِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّنُوا عَلَيْهِمْ أَيُّاْنِهِمْ  
وَيُزِّكُّهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ。 (الجمعية ۲)

“তিনি সেই সন্তা নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল আবির্ভূত করেছেন তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শনাতে, তাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাদেরকে কিতাব ও কর্মকৌশল শিক্ষা দিতে।” –সূরা আল জুমুআ ২

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে যে আল্লাহর রাসূল (সা) যাদের মধ্যে কাজ করেছেন তাদের বেশীর ভাগই উশী বা নিরক্ষর ছিলো। এই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীই ছিল আল্লাহর রাসূলের কর্মসূক্ষ্ম।

আল্লাহর রাসূল (সা) নিরক্ষরদের মাঝে যেই সব কাজ করতেন তা হচ্ছে : এক, আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো। দুই, ইমান আনয়নকারীদের তাজকিয়া- অর্থাৎ তাদের ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা, কাজকর্ম এবং পারম্পরিক লেনদেন থেকে যাবতীয় মলিনতা ও অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে উন্নতমানের ব্যক্তিরূপে গঠন। তিনি, আল্লাহর কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য হাসিলের কর্মকৌশল শেখানো।

এই আয়াতের আলোকে যেই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য-তা হচ্ছে এই যে আল্লাহর রাসূল (সা) নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর বাণী পড়ে শুনাতেন। অর্থাৎ তিনি মৌখিকভাবে আল-কুরআন পেশ করতেন। আর আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে উন্মুক্ত করতেন।

আজকের যুগেও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদেরকে সরাসরি নিরক্ষরদের নিকট পৌছতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষাসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় মৌখিকভাবে তাদের নিকট উপহারণ করতে হবে।

আহ্বানকারীর ভাষণে প্রধানতঃ নিষ্ঠোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ধাকা  
প্রয়োজন ।

এক, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী আল-কুরআনের আয়াত  
এবং রাসূলুল্লাহ (সা) শারী পরিবেশন করে লোকদের আপন  
ভাষায় তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। এজন্য আহ্বানকারীকে  
আল-কুরআন সহীতভাবে পড়তে পারার যোগ্যতা অর্জন  
করতে হবে।

দুই, আহ্বানকারীর ভাষার মান শ্রোতাদের সময়-শক্তির  
অনুরূপ হওয়া আবশ্যিক। সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায়  
বক্তব্য পরিবেশন করতে হবে।

তিনি, তার্কিকের তর্ক-পদ্ধতি অবলম্বন না করে বিশ্ব জাহান  
ও মানব অঙ্গিতের বিভিন্ন নির্দর্শন থেকে উদাহরণ ও যুক্তি  
পরিবেশন করে বক্তব্যকে জোরালো করতে হবে। তর্কের  
ধূম্রজাল সৃষ্টি করে শ্রোতাদেরকে বিস্ফল না করে সহজ যুক্তি  
দ্বারা তাদের চিন্তার দিগন্ত খুলে দিতে হবে।

চার, সংযত ভাষায় বক্তব্য রাখতে হবে। দায়িত্বহীন উক্তি ও  
উক্তানীমূলক ভাষা পরিহার করতে হবে।

**[www.icsbook.info](http://www.icsbook.info)**



আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার

[www.ahsanpublication.com](http://www.ahsanpublication.com)